তারিখ
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আলী ইমদাদ খান বলেছেনঃ

"Previously no action was taken against the terrorists which ambol-dened them and that is the result of Present occur-ence." প্রগতিবাদী শিক্ষক ও ৩ নং সাক্ষী ডঃ ইরশাদ কামাল খান বলেনঃ "the Vice Chancellor should always remain neutral..... previously when there was gangsterism in the campus no effective steps were taken by the authority to suppress it" ((পৃঃ ৮২)। উপাচার্যের দু'জন বিশ্বস্ত প্রভোষ্ট ডঃ শামসুল আলম ও ডঃ আবদুল হাই ঢালী (প্রয়াত) বলেছেন যথাক্রমে "had there been suppression of hooli-ganissm previously there would not have been any such occurrence that took place on 22.12.91" (পৃঃ ১০৫) এবং "in the last few years, the University authority failed to take any disciplinary measures against the indisciplined persons which gave rise to further indiscipline... the University Act '73 is the root of all evils giving rise to groupings... and the system of election of the V.C is faulty.'।

ডঃ অনুপম সেন (পৃঃ ৮২-৮৪) ও ডঃ আবু ইউসুফ (পৃঃ ৮৪-৮৬) অবশ্য উপাচার্য আলমগীর সিরাজুদ্দিনের বিগত দু'বছরের কথা বাদ দিয়ে সুন্দর অতীতে ফিরে যান এবং অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী থাকাকালীন ১৯৮৬ সালে ছাত্র শিবির কর্তৃক জাতীয় ছাত্র সমাজ নেতা আবদুল হামিদের হাত কেটে ফেলা এবং তখন থেকে শিবিরের সন্ত্রাস বৃদ্ধির উদাহরণ দেন। তবে ওনারা বোধ করি ভুলে গেছেন যে, ঐ ঘটনার জন্য দায়ী শিবিরের প্রথম সারির ১০ জন সদস্যকে ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী পদত্যাগ করার কয়েক সপ্তাহ আগে সিন্ডিকেট কর্তৃক বহিষ্কার করার নির্দেশ দেয়া হয়। বহিষ্কৃতরা এডভোকেট মীর্জা শামসুদ্দিনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম জজকোর্টে এবং পরে ব্যারিষ্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদের মাধ্যমে ঢাকা হাইকোর্টে মামলা করে কোন সুফল পায়নি। এর পর পরই জামায়াত-শিবিরের তদবীরে অধ্যাপক আলমগীর সিরাজুদ্দিন অস্থায়ী উপাচার্য হলে তাদের ভাগ্য ফিরে যায়। তাদের আরো সৌভাগ্যের কারণ হলো, ঠিক একই সময় চট্টগ্রাম হাইকোর্টকে রীট আবেদন শুনান ক্ষমতা দেয়া হয়। অতএব, শিবিরের বহিষ্কৃত নেতারা চট্টগ্রাম হাইকোর্টে আরেকবার রীট পিটিশন করার সুযোগ পান এবং কোর্ট থেকে বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ বা stay order দেয়া হয়। অনেকের মতে নতুন ব্যারিষ্টার উপাচার্য নিজেই আইন দেখিয়ে দিয়ে সন্ত্রাসীদের সাহায্য করেছেন। এরপরও নিয়মমাফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত ছিল স্থগিতাদেশের জবাব দেয়া এবং প্রয়োজন হলে ভালো আইনজ্ঞ নিয়োগ করে মামলা পরিচালনা করা। কিন্তু জামায়াত-শিবিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধের কারণে এবং কিছুটা মন্ত্রী আনিস-বাবলুর পরামর্শে তিনি কিছুই করেননি, ফলে ঐ মন্ত্রীরা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনে পরিণত হয়ে এবং বংশ বিস্তার করে আজ ক্যাম্পাসকে তাদের ক্যান্টনমেন্টে পরিণত করেছে। সেদিন যদি তাদের ঐ সুযোগ দেয়া না হতো তা'হলে শিবিরের পক্ষে পরে নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় শক্ত হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হতো না। দুঃখের বিষয় হলো, শিবিরের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা না করলেও নতুন উপাচার্য ডঃ সিরাজ প্রাক্তন উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে প্রগতিশীল শিক্ষকদের যে সব মামলাগুলো ঝুলছিল সবগুলোই তিনি খুব বড় উকিল নিয়োগ করে খারিজ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এরপর প্রগতিশীল শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেরই সিনেটে সদস্যপদ স্থগিত অথবা বাতিল হয়ে যায় এবং ভুক্তভোগীদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। প্রাক্তন উপাচার্যের বিরুদ্ধে আমার সিন্ডিকেট সদস্যপদ কেড়ে নেয়ার ব্যাপারে আমি ঢাকা হাইকোর্ট থেকে stay order পাই ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে এবং মামলার শুনানী যখন শেষাবস্থায় এবং আমার জয় ছিল 'সুনিশ্চিত' ঠিক তখন নতুন অধ্যাদেশবলে ঢাকা হাইকোর্ট থেকে সব রীট মামলা চট্টগ্রাম হাইকোর্টে স্থানান্তর করা হয়। অর্থ ও সময়াভাবে এবং নতুন উকিল নিয়োগের ঝামেলা মেটানোর আগেই নতুন উপাচার্য কোর্টে আমার অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে আমার মামলাটি খারিজ করে ফেলার বন্দোবস্ত করেন। শিক্ষকদের আরো অনেক মামলা ছিল যেগুলো অর্থ ও ধৈর্যের অভাবে শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়। আর নতুন উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর সিরাজ তখন এই কৃতিত্বের জন্যে মৌলবাদীদেরনয়নমনি।

সরকারী কর্মকর্তাদের বক্তব্য

তদন্ত কমিশনের নিকট সরকারী কর্মকর্তাগণ যে বক্তব্য রেখেছেন তাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এরা কেউ তো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির সাথে জড়িত নয়; কিন্তু এদের বক্তব্য কেন উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে গেল? চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জনাব এ আর খানসহ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার থেকে হাটহাজারী থানার দারোগাকে নিয়ে প্রায় দশজন যে বক্তব্য রাখেন তাতে দেখা যায় ২২ ডিসেম্বর এবং তার আগে ও পরে পুলিশী তৎপরতায় যদি কোন ঘাটতি থেকে থাকে তার জন্য তারা সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তথা উপাচার্যকে দায়ী করেছেন এবং এর সপক্ষে তারা বিভিন্ন নথিপত্রও উপস্থাপন করেছেন। তবে জেলা প্রশাসকের দীর্ঘ বক্তব্যের এক জায়গায় উপাচার্যের এরশাদপ্রীতির প্রমাণটাও পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

-(চলবে)